আত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৬১০

৬. নফল সালাত সমূহ [নফল সালাতের বর্ণনা] (كتاب النوافل)

পরিচ্ছেদঃ ৯) নিদ্রার আগে যে দুআ পড়তে হয় তার প্রতি উৎসাহ দান এবং আল্লাহর যিকির না করে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে কি করতে হবে তার বর্ণনা

الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى

আরবী

و عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ .

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ:

أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ وذكر الحديث إلى أن قال فَأَخَذْتُهُ يعني في الثالثة فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ [اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ] حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ [اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ]

وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ.
قَلْتُ: لَا قَالَ:
ذَاكَ شَيْطَانٌ.رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما

বাংলা

৬১০. (সহীহ্) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে রমাযানের যাকাত (ফিতরা) পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিলেন। একজন লোক এসে নিজের অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যদ্রব্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, অবশ্যই আমি তোমাকে রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট সোপর্দ করবো। সে বলল, আমি অভাবী, আমি ঋণগ্রস্থ এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমারই উপর আর আমার অভাব খুবই তীব্র। (তাই আমাকে ছেড়ে দিন।) আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। প্রভাতে নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেনঃ

’’হে আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দীর খবর কি?’’

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে পরিজন ও নিজের তীব্র অভাবের কথা আমাকে বললে আমি করুণা করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

তিনি বললেন,’’ সাবধান! সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে পুনরায় আসবে।’’

রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কথায় আমি নিশ্চিত হলাম যে সে পুনরায় আসবে। সুতরাং আমি তার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। সে পুনরায় এল এবং অঞ্জলি পূর্ণ করে খাদ্যদ্রব্য নিতে লাগল। এভাবে আবু হুরায়রা আগের মতই হাদীছ বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, তৃতীয়বার আমি তাকে পাকড়াও করে বললামঃ অবশ্যই আমি তোমাকে রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট নিয়ে যাব। এটা তৃতীয়বার, তুমি বারবার বলছো যে আর আসবে না। কিন্তু ঠিকই আবার আসছো। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিব। তা দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কি? সে বলল, যখন আপনি শয্যা গ্রহণ করবেন তখন পাঠ করবেন আয়াতুল কুরসী (আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম..) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলায় রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেনঃ

’’গত রাতে তোমার বন্দীর খবর কি?’’

আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে মনে করেছে আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিবে। যা দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তার পথ ছেড়ে দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ”উহা কি?”

আমি বললাম, সে আমাকে বলেছেঃ যখন আপনি শয্যা গ্রহণ করবেন তখন আয়াতুল কুরসী (আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম..) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন। সে আমাকে বলেছেঃ তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন পাহারাদার নিয়োগ করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) সাহাবায়ে কেরাম কল্যাণজনক বিষয়ের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাই আবু হুরায়রা চোরটিকে ছেড়ে দিয়েছেন।

তখন নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ”হ্যাঁ, সে তোমাকে একটি সত্য কথা বলেছে কিন্তু সাবধান সে বড় মিথ্যুক। আবু হুরায়রা! তুমি কি জানো গত তিন রাত যাবত কার সাথে কথা বলছিলে? আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, ”সে ছিল শয়তান।”

(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বুখারী ২৩১১, তিরমিযি ২৮৮৩ ও ইবনে খুযায়মা) শায়খ আলবানী বলেনঃ এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারী মুআল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী 󰀀 বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88481

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন